চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা
চট্টগ্রাম
মোবাইল নং-০১৮২৪৪৭৭৬৯৩

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি)

১৯ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রি.

মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মেয়র
মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস নতুন প্রজন্মকে জানাতে হবে

.

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, হাজার বছরের ইতিহাসে বাঙ্গালীর স্বাধীনতার জন্য অনেক বড় বড় মনীষি আগ্রাণ চেষ্টা করেও স্বাধীনতা এনে দিতে পারেনি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হাজার বছরের আকাক্সক্ষাকে বাস্তবায়ন করেছেন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে। একারণেই হাজার বছরের ইতিহাসে তিনি শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন। কিন্তু দুভার্গ্য ১৯৭৫সালের ১৫আগষ্ট বঙ্গবন্ধুকে স্বপরিবারে হত্যা করে স্বাধীনতার ইতিহাসকে বিকৃত করে ক্ষান্ত হয়নি ইতিহাস থেকে বঙ্গবন্ধুর নামও মুছে দেয়ার সমস্ত অপপ্রয়াস চালানো হয়েছে। তারা বুঝতে পারে নাই বঙ্গবন্ধু কাগজে লেখা একটি নাম নয় বঙ্গবন্ধু বাঙ্গালীর অন্তরে ধারণ করা একটি নাম ও ইতিহাস। তিনি আরো বলেন, ইতিহাসের সন্তানেরা কোন দিন মরে না তারা মৃত্যুহীন। দীর্ঘ ২১বছরের মধ্যে আজকের প্রজন্মের কাছে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতিভাবে বুঝানো ও শিখানো হয়েছে। বঙ্গবন্ধু তনয়া শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এসে এই ইতিহাসকে আবার নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরেছেন। মেয়র নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের গৌরবগাঁথা ও আত্মত্যাগ সম্পর্কে ধারণা নিয়ে আগামীদিনের নেতৃত্ব গ্রহণে প্রস্তুত হতে আহŸান জানান। তিনি স্মরণ করে দিয়ে বলেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হারিয়ে গেলে আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে যাবে। সেই কারণেই মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনসহ তাদের জীবন বাজি রেখে যে অবদান রেখে গেছেন সে দীক্ষায় দিক্ষিত হয়ে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসতে হবে। আজ রোববার সকালে নগরীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে চসিক কর্তৃক ১৭৩জন বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা ও সম্মাননা জানাতে গিয়ে সভাপতির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। এতে অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ভারতীয় সহকারী হাই কমিশনার অনিন্দ্য ব্যানার্জী। আরো বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামীলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মাহতাব উদ্দীন চৌধুরী, মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের সাবেক মহাসচিব ডা. জাফরউল্লাহ, বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. মাহফুজুর রহমান, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ মহানগর কমান্ডার মোজাফফর আহমদ, চসিক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. শহীদুল আলম, প্যানেল মেয়র মো. গিয়াস উদ্দিন, আফরোজা কালাম, কাউন্সিলর আবদুস সালাম মাসুম। এসময় উপস্থিত ছিলেন সচিব খালেদ মাহমুদ, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা মো. নজরুল ইসলাম, প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা লুৎফুন নাহার, মেয়রের একান্ত সচিব মুহাম্মদ আবুল হাশেম, কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত কাউন্সিলরবৃন্দ।

মেয়র আরো বলেন, চট্টগ্রাম সব কিছুতেই অগ্রগামী, সর্বযুগে সমস্ত আন্দোলন, সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। মুক্তিযুদ্ধের সূচনা লগ্নেও চট্টগ্রাম সবার আগে ছিল। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার পরপরই চট্টগ্রাম থেকে তৎকালীন ইপিআর'র ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে প্রথম প্রতিরোধ যুদ্ধের সূচনা হয় এবং তার পরের দিনেই কালুরঘাট স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে আওয়ামী লীগ নেতা এম.এ হান্নান বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে প্রথম স্বাধীনতার ঘোষণা করেন। এই কারণে চট্টগ্রামের মুক্তিযোদ্ধাদের ভূমিকা অনন্য। তিনি বলেন, স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের যদি আমরা সংবর্ধনা না দেই তাহলে স্থানীয় মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস নতুন প্রজন্ম জানতে পারবে না। এতে করে প্রকৃত স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানা থেকে আমরা বঞ্চিত হবো। তিনি মুক্তিযুদ্ধের গবেষক, লেখক ও ইতিহাসবিদদের স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে যুদ্ধকালীন সময়ের স্থানীয় বিভিন্ন কার্যক্রম, অপারেশন ও যুদ্ধের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার আহŸান জানান।

অনুষ্ঠান শেষে চসিকের পক্ষ থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা ও সম্মাননা ক্রেস্ট ও উপহার সামগ্রী প্রদান করা হয়।

চসিক মেয়রের সাথে ফিলিপাইনের রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাত
চট্টগ্রামের প্রযুক্তিগত উন্নয়নে ফিলিপাইনের সহযোগিতা কামনা

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরীর সাথে ফিলিপাইনের রাষ্ট্রদূত মি. এল্যান এল. ডিন্যাইগা (Mr. Alan L. Deniega) আজ রোববার বিকেলে টাইগারপাসস্থ অস্থায়ী নগর ভবনে তাঁর দপ্তরে সাক্ষাত করতে আসলে তিনি তাকে স্বাগত ও আসন্ন বড়দিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, স্বাধীনতার পর বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী দেশগুলোর মধ্যে ফিলিপাইন অন্যতম। ফিলিপাইন ও বাংলাদেশের ঐতিহাসিকভাবে চমৎকার সম্পর্ক রয়েছে। দু'দেশেই কৃষিপ্রধান এবং খাদ্যাভ্যাসও রয়েছে যথেষ্ট মিল। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলাইও রয়েছে ঐতিহ্যগত সামঞ্জস্য। মেয়র চট্টগ্রাম নগরীর সৌন্দর্য্যরে কথা তুলে ধরে বলেন, পাহাড়, নদী, সমুদ্র বেস্টিত একটি নগরী, যার রয়েছে পর্যটন শিল্প বিকাশের প্রচুর সম্ভাবনা। চট্টগ্রাম বন্দর বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি। চসিক ইতিমধ্যে সমুদ্র সৈকতে একটি ওশান এমিউজমেন্ট পার্ক স্থাপন ও ঠান্ডাছড়ি পাহাড় ঘেরা এলাকায় রির্সোট নির্মাণের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এক্ষেত্রে ফিলিপাইনের বিনিয়োগকে স্বাগত জানানো হবে। এছাড়া কৃষিজাত দ্রব্য প্রক্রিয়াকরণ ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে সহযোগিতা করলে উভয়ই লাভবান হতে পারে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। মেয়র জানান চসিক তার স্বাভাবিক সেবা কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে প্রভুত উন্নয়ন সাধন করেছে।

ফিলিপাইনের রাষ্ট্রদূত মি. এল্যান ডিন্যাইগা বাংলাদেশের সুবর্ণ জয়ন্তী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকীতে মেয়রকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, স্বাধীনতার ৫০বছরে বাংলাদেশের অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারীর ক্ষমতায়ন, দারিদ্র বিমোচনসহ গুরুত্বপূর্ণ খাতসমূহে উল্লেখ্যযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণে বাংলাদেশ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। চট্টগ্রাম বাংলাদেশের অতি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক শহর। তিনি বলেন, কর্ণফুলী নদীর তলদেশে ট্যানেল নির্মাণ, মাতারবাড়িতে ডীপ সী-পোর্ট, বে-টার্মিনাল প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে চট্টগ্রাম বিশ্ব অর্থনীতিতে বাংলাদেশের হাব হয়ে দাঁড়াবে এবং দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনৈতিক প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠবে। এখানে পর্যটন শিল্পের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি চট্টগ্রামে পর্যটন, কৃষি ও প্রযুক্তিগতভাবে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আশা প্রকাশ করে বলেন, উভয় দেশকে যৌথভাবে কাজ করার মাধ্যমে দু'দেশের বাণিজ্য ও সামগ্রিক অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় এবং সমৃদ্ধ করার প্রয়াস অব্যাহত রাখতে হবে।

শ্রমিক-মালিক সম্প্রীতি
দেশের উন্নয়নের পথকে তরান্বিত করবে - মেয়র

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, শ্রমজীবি ও মেহনতী মানুষই হচ্ছে দেশের উন্নয়নের প্রধান চালিকাশক্তি। শ্রমিকদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্যেই নিহিত রয়েছে দেশের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা 'রূপকল্প ২০২১-২০৪১' বাস্তবায়নে শ্রমজীবি মানুষের ভূমিকা তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি শ্রমজীবি মানুষের জীবনমান উন্নয়ন ও তাদের অধিকার রক্ষায় জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা তুলে ধরে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণে শ্রমজীবি মানুষের কল্যাণে সবাইকে একাত্ম হওয়ার আহŸান জানিয়ে বলেন, এই অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে শ্রমিক-মালিক সম্প্রীতি দেশের উন্নয়নের পথকে তরাি^ত করবে। গতকাল শনিবার এম.এ আজিজ স্টেডিয়াম সংলগ্ন বিজয় মঞ্চে জাতীয় শ্রমিক লীগ আয়োজিত স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী, মুজিববর্ষ ও মহান বিজয় দিবসের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। চট্টগ্রাম মহানগর জাতীয় শ্রমিকলীগ সভাপতি বখতেয়ার উদ্দিন খানের সভাপতিত্বে ও আকতার উদ্দিন আহমেদের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মহানগর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা নঈম উদ্দিন চৌধুরী, বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা এড. মাহফুজুর রহমান খান, বিজয় মেলা পরিষদের মহা সচিব মো. ইউনুছ, শ্রমিক নেতা আব্দুল খালেক চৌধুরী, অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আলী আকবর, শেখ লোকমান হোসেন, মো. জামাল, মো. জালাল, দিদারুল আলম, দেলোয়ার হোসেন, মো. রাশেদ প্রমুখ।

মেয়র আরো বলেন, করোনা মহমারীতে মেহনতী মানুষ গভীর সংকটে পড়েছিল কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্তে শ্রমিকদের ত্রাণ প্রদান ও প্রণোদনাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। তাই কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের মধ্যেও বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। সরকার সারাদেশে ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করছে। এতে এক কোটির বেশি লোকের কর্মসংস্থান হবে। মুজিববর্ষ, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মহান বিজয় দিবসে ১৯৭১সালের ২৫মার্চ পাকিস্তান থেকে সোয়াত জাহাজে করে অস্ত্র আনার কথা স্মরণ করে বলেন, সেদিন চট্টগ্রামের শ্রমিকরা জীবন বাজি রেখে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর কাছ থেকে যেভাবে অস্ত্র লুন্ঠন করেছিল তা প্রনিধানযোগ্য। তিনি সরকারের পাশাপাশি শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্ক বজায় রেখে শ্রমজীবি মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণ ও অধিকার প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে দেশের শিল্প বাণিজ্যের অগ্রগতি সাধিত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে ঐক্যবদ্ধভাবে স্বাধীনতা বিরোধীদের সকল ষড়যন্ত্র রুখে দাঁড়াবার আহŸান জানান।

স্বাক্ষরিত/-

(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩